ককরেল পালন

ভূমিকা

দেশের বিভিন্ন হ্যাঁচারি থেকে প্রতি মাসে অনেক লেয়ার মুরগির বাচ্চা উৎপাদন হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী বাচ্চার শতকরা ৫০ ভাগ পুরুষ এবং ৫০ ভাগ স্ত্রী হয়। লেয়ার খামারিরা সাধারণত স্ত্রী বাচ্চাগুলো ক্রয় করে এবং প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পুরুষ বা মোরগ বাচ্চা হ্যাঁচারিতে থাকে। বাজারজাতকরণের সুযোগ অত্যন্ত কম বা নেই বিধায় হ্যাঁচারিসমূহ মোরগ বাচ্চা সস্তায় বিক্রি করে বা কখনো কখনো মেরেও ফেলে। লেয়ার এর মোরগ বাচ্চাকেই ককরেল বলা হয়। বাংলাদেশে ককরেল মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, গ্রামীণ পরিবেশে যেখানে বিদ্যুৎসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নেই সেখানেও ককরেল পালন করা যায়। ব্রয়লারের তুলনায় ককরেল পালন সহজ।

ককরেল পালন একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পে সংযোজিত হয়েছে। এক দিন বয়সী মোরগ বাচ্চার কম দাম, সহজ প্রাপ্যতা, দৈহিক বৃদ্ধির গ্রহণ যোগ্যতা এবং সর্বোপরি সাধারণ হোটেল এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে রোস্ট হিসেবে ব্যবহারের উপযোগিতা ককরেল পালনকে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ককরেল পালনের সুবিধা

১. এক দিন বয়সের বাচ্চার দাম কম (৫-৮ টাকা)।

২. মোরগ বাচ্চা বিধায় দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশি।

৩. ৫০-৫৫ দিন বয়সে ৬৫০-৭০০ গ্রাম ওজন হয়।

৪. মাংসের জন্য মোরগ বাচ্চার চাহিদা বেশি।

৫. এদের মৃত্যু হার অত্যন্ত কম।

৬. এরা অধিক মাত্রায় রোগ প্রতিরোধক্ষম।

৭. এদের মাংসে চর্বি নেই।

৮. মাংসের স্বাদ দেশী মুরগির মতো।

ককরেল উঠানোর পূর্ব প্রস্তুতি

ঘরে বাচ্চা উঠানোর পূর্বে ঘর, খাদ্যপাত্র, পানির পাত্র এবং ব্রুডিং-এর যন্ত্রপাতিসমূহ ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে। জীবাণুনাশক হিসেবে ডেটল, স্যাভলন বা পভিসেপ ব্যবহার করা যেতে পারে। ককরেল বাচ্চা ঘরে তোলার পূর্বে গ্লুকোজ, পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনস (ভিটামিন বি+সি), পরিষ্কার ঠান্ডা পানি ইত্যাদি জিনিসগুলো আগে থেকেই সংরক্ষণ করতে হবে। অনেক দূর থেকে পরিবহন করে বাচ্চা আনলে বাচ্চার শরীরে যে ধকল পড়ে, গ্লুকোজ এবং ভিটামিনস মিশ্রিত ঠান্ডা পানি সরবরাহের ফলে অনেকাংশ কাটানো সম্ভব। এ ছাড়া বাচ্চা আসার পূর্বে ঘর ব্রুডিং-এর জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

ব্রুডিং

ককরেল পালনের ক্ষেত্রে লেয়ার মুরগির ন্যায় ব্রুডিং করতে হয়। তবে মোরগ বাচ্চা বিধায় এরা প্রাকৃতিকভাবে শক্তিশালী, সবল এবং পালনে কম ঝুঁকিপূর্ণ। এদের ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্রুডিং করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রথম সপ্তাহে ব্রুডিং তাপমাত্রা ৯৫° ফাঃ এ রাখা হয় এবং প্রতি সপ্তাহে ৫° ফাঃ করে কমাতে হয়। গ্রীষ্মকালে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্রুডিং করলেই চলে। ব্রুডিং-এর সময় তাপমাত্রার পাশাপাশি আর্দ্রতা, বায়ু চলাচল, ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থা, মেঝের বিস্তৃতি, খাদ্য ইত্যাদি বিষয় গুলোর প্রতিও ব্যবস্থা নিতে হবে।

জাত ও স্ট্রেইন নির্বাচন

বর্তমানে বাংলাদেশের হ্যাচারিগুলোতে বিভিন্ন জাতের ককরেল উৎপাদন হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে হাই-লাইন ব্রাউন, হাই-সেক্স ব্রাউন,স্টার ক্রস ৫৭৯ এবং বিভি-৩০০ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাদামি বা কালো রংয়ের ককরেল ক্রেতারা বেশি পছন্দ করে তবে সাদা জাতের ককরেলের দৈহিক ওজন বৃদ্ধি বেশি এবং তুলনামূলক বেশি লাভজনক।

ককরেল লালন পালন পদ্ধতি

(ক) মেঝেতে জায়গা

সাধারণত ককরেলসমূহ ৭-৮ সপ্তাহ বয়সে বাজারজাত করা হয়। এ কারণে মাচা পদ্ধতিতে ককরেল পালন করলে প্রতিটির জন্য৭০০ বর্গ সেন্টিমিটার জায়গা লাগে। তবে এটি লিটারেও পালন

করা যায়। লিটারে বাচচা প্রতি ১ বর্গফুট জায়গা দিয়ে ককরেল পালন করা যায়।

(খ) খাদ্য

বাণিজ্যিক বা পারিবারিক পর্যায়ে লেয়ার বা ব্রয়লার মুরগি পালনের জন্য আলাদা আলাদা রেশন রয়েছে এবং এখন কিছু কিছু ফিড মিল কোম্পানি ককরেলের জন্য আলাদাভাবে প্রস্তুত করে বাজারজাত করছে। ইদানিং দু'একটি ফিড কোম্পানি ককরেলের জন্য মিক্সড ফিড তৈরি করছে। তবে এক দিন বয়স থেকে বাজারজাত করণ পর্যন্ত ককরেলকে একই ধরনের সুষম খাদ্য সরবরাহ করাই ভালো। ককরেলের রেশনে ২০-২১% প্রোটিন এবং ২৮০০-২৯০০ কিলোক্যালরি/কেজি শক্তি থাকতে হবে। নিম্নে ককরেলের জন্য বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি রেশনের বিবরণ দেয়া হলোঃ

ছক -১ ঃ ককরেলের জন্য বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত খাদ্য তালিকা

খাদ্য উপাদান	শতকরা (%)
ভূট্টা	৪২
গম	১৬
চালের কুঁড়া	১৩
সয়াবিন মিল	২১
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৬
ডিসিপি	১.২৫
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫০
লাইসিন	০.১০০
মিথিওনিন	০.১০০
খাদ্য লবণ	০.৩
মোট	১০০.০০

খাদ্য গ্রহণ ও দৈহিক ওজন

বিভিন্ন সপ্তাহে ককরেল কর্তৃক গৃহীত খাদ্য এবং তার দৈহিক ওজনের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

ছক - ২ ঃ বিভিন্ন বয়েসে খাদ্য গ্রহণ ও দৈহিক ওজনের তালিকা

বয়স (সপ্তাহ)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/ককরেল/দিন)	দৈহিক ওজন (গ্রাম/ককরেল)
১	৮	৭৪
২	১৪	১৩১
৩	২২	২১১
৪	৩৩	৩২২
৫	৩৬	৪১১
৬	৪০	৫২৪
৭	৪৩	৬৮২
৮	৪৬	৭২০

(গ) টিকা প্রদান

ককরেলের টিকা প্রদান কর্মসূচি নিম্নরূপঃ

ছক-৩ ঃ বিভিন্ন বয়সে ককরেলের টিকা প্রদান কর্মসূচি

বাচ্চার বয়স (দিন)	ভ্যাকসিনের নাম	রোগের নাম	ভ্যাকসিনের ধরন	প্রয়োগের পথ	ডোজ
৭-১০	এনডি ক্লোন ৩০	রানীক্ষেত	জীবন্ত	চোখে	১ ফোঁটা
১৪	গামবোরো ডি ৭৮	গামবোরো	জীবন্ত	চোখে	১ ফোঁটা
২১-২৪	এনডি ক্লোন ৩০	রানীক্ষেত	জীবন্ত	চোখে	১ ফোঁটা
২৮	গামবোরো ডি ৭৮	গামবোরো	জীবন্ত	চোখে	১ ফোঁটা
৩৫	ফাউল পক্স	ফাউল পক্স	জীবন্ত	ডানায় খুঁচিয়ে	-

(ঘ) বায়োসিকিউরিটি

ককরেলের ঘরে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়। যারা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তারাই কেবল ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হয়ে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া অন্য কোনো প্রাণি যেগুলো রোগ জীবাণু ছড়ায় যেমন- কুকর, শিয়াল,বিড়াল, ইঁদুর এগুলো যাতে ঘরে প্রবেশ না করতে পারে তার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

২০০ টি ককরেল পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব

(১) স্থায়ী খরচ

(ক) খামাররের জমি (নিজস্ব জমি থাকতে হবে),

(খ) ঘর নির্মাণ ঃ ককরেলের ঘর প্রতি বর্গফুট ২৫০ টাকা হিসাবে ২০০ বর্গফুট ১ টি টিনের ঘরের মূল্য= ২৫০ X ২০০= ৫০,০০০/=

(গ) যন্ত্রপাতি বাবদ (বাল্ব/ ব্রুডার) = ৫০০/=

(ঘ) ছন বা চাটাই দিয়ে ঘর করলে খরচ কম হবে।

খাদ্য পাত্র

ক) ৩-৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি বাচ্চার জন্য ২.০ সেঃ মিঃ জায়গা ধরে মোট ২০ টি খাদ্য পাত্রের মূল্য (প্রতিটি ৭০ টাকা)= ১,৪০০/=

খ) ৫-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিটি বাচ্চার জন্য ৮.০ সেঃমিঃ জায়গা ধরে ২৫ টি পাত্রের মূল্য (প্রতিটি ১০০ টাকা হিসাবে)= ২,৫০০/=

পানিরপাত্র

(ক)	৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ৮ টির মূল্য	=	২৪০/=
(খ)	৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ১২ টির মূল্য	=	৬০০/=
			= ৫,২৪০/=

চলতি খরচ

(ক)	বাচ্চার মূল্য ৮ টাকা হিসেবে ২০০ টির মূল্য	= ১,৬০০/=
(খ)	পারিবারিক শ্রম (প্রতিদিন ৪ ঘঃ হিঃ) ১০৫০ প্রতি মাসে X ২ মাসে	= ২,১০০/=
(গ)	লিটার বাবদ (প্রতি বস্তা ৫০ টাকা হিসেবে)	= ১০০/=
(ঘ)	বিদ্যুৎ বাবদ	= ৩০০/=
(ঙ)	ভ্যাকসিন/টিকা বাবদ	= ২৫০/=
(চ)	পরিবহন বাবদ	= ৩০০/=
(ছ)	খাদ্য বাবদ (২.৫ কেজি/ককরেল হিসেবে (২.৫ X ২০০) = ৫০০ কেজি	
	খাদ্যের মূল্য (প্রতি কেজি ১১ টাকা দরে (৫০০ X ১১)	= ৫,৫০০/=
		= ১০,৩৫০/=

(৩) অপচয় (Depreciation) খরচ

(ক)	ককরেলের ঘর বার্ষিক ৬% হার সুদে	= ৩০০০/=
(খ)	যন্ত্রপাতি ৬% হার সুদে	= ৩১৪/=
	১ বছরের অপচয় খরচ	= ৩৩১৪/=
	বছরে কমপক্ষে ৬ ব্যাচ ককরেল পালন করা যাবে-অতএব	
(ক)	চলতি খরচ	= ১০৩৫০/=
(খ)	অপচয় খরচ	= ৫৫২/=
		= ১০,৯০২/=
(ক)	৬৫০-৭০০ গ্রাম ওজনের প্রতিটি ককরেল ৭০ টাকা হিসাবে ককরেল বিক্রয়	
	করলে ৭০ X ১৯৬ (শতকরা ২ ভাগ মৃত্যুহার ধরে)	= ১৩,৭২০/=
(খ)	বিষ্ঠা বিক্রয় বাবদ (৪ বস্তা প্রতি বস্তা ৬০ টাঃ হিঃ)	= ২৪০/=
		= ১৩,৯৬০/=

মোট আয়

অতএব, প্রথম ব্যাচের প্রকৃত লাভ = (১৩,৯৬০ - ১০,৯০২) = ৩০৫৮/=

বার্ষিক মোট লাভ = (৩০৫৮ X ৬) = ১৮,৩৪৮/=

উপসংহার

উন্নত এবং সঠিক যত্ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লেয়ার মোরগ বাচ্চা লাভজনকভাবে পালন করা যায়। ককরেল ৭-৮ সপ্তাহ বয়সে অর্থাৎ দৈনিক ওজন যখন ৬০০-৭০০ গ্রাম তখন এটি বাজারজাত করা যায়। বাজারজাত করণের সুবিধা থাকলে ককরেল পালন ব্যবসা লাভজনক। ককরেল ব্রয়লারের ন্যায় কেজি হিসেবে বিক্রয় করলে লাভ কম হয়। ককরেল জীবন্ত (পিচ) হিসাবে বিক্রি করতে পারলে বেশি লাভজনক হয়। বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে ককরেল পালন করে বাজারজাতকরণে সুবিধা পেলে অধিক আয় করা সম্ভব। ক্ষুদ্র খামারিগণ স্বল্প পুঁজিতে অল্প সময়ে ককরেল পালন করে লাভবান হতে পারেন।

প্যাকেজের উদ্ভাবক ঃ ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক,
পারভীন মোস্তারী ও ড. মো ঃ সালাহ্ উদ্দিন